তারিখ 06 DEC 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

দৈনিক ইনকিলাব
ঢাকাঃ রবিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

পূর্ব প্রকাশিতের পর

দেখেছি বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অকালে শিক্ষা ছেড়ে কত শিশু কিশোর কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছে। একটি শিক্ষিত পরিবারে জন্ম না হলে হয়তোবা আমারও ঐ দশা হত। এর ফলে সামগ্রিকভাবে টেকনোলজী প্রতি আমাদের জনগণের আগ্রহ ও গুরুত্ব বাড়বে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাসায় বিদ্যুতের সুইচটির সামান্য হেরফের হলে আমাদের অনেক দৌড়ঝাপ দিয়ে টেকনিসিয়ান আনতে হয়। নিজেরা সারতে পারি না। আমি অনেক চাষীকে দেখেছি পাওয়ার টিলার বা সেচ পাম্পের নাটবল্টু এদিক ওদিক হলেই দূরের জেলা সদর পর্যন্ত দৌড়াতে হয়। এই যদি হয় আমাদের টেকনোলজীর হাল তাহলে সৌভাগ্য সুদুরপরাহত।

নাকি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট শিক্ষা বরাদ্দের ৪৬% ব্যয় করছে। ইতিপূর্বে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোর মতো সরকারী অনুদান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়া যায় কি-না তা নিয়ে মন্ত্রণালয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। তারপর এ ব্যাপারে আর কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

মৌলিক শিক্ষা তথা সার্বজনীন শিক্ষার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিককরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ইতিমধ্যেই দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ নিয়েছেন। সরকারের সদিচ্ছাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা, শিক্ষাবিদদের পরামর্শ ও জনগণের সহযোগিতা মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও সম্প্রসারণের উপর

করছে। দুই বৎসর মেয়াদী স্নাতকরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বনবিভাগে নতুন বেতন কাঠামো ১০০০-২২৮০/= এ ফরেস্ট রেঞ্জার ও ৪ বৎসর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রীধারীরা সহকারী বন সংরক্ষক ও গবেষণা কর্মকর্তা, নতুন বেতন কাঠামো ১৬৫০-৩০২০/=এ নিয়োগ পাচ্ছেন। সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী বনবিদ্যা ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করেছেন। সরকার এই নতুন ডিপ্লোমাধারীদেরকে মাধ্যমিক পরবর্তী ৩ বৎসর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারীদের সমান বেতন ও পদমর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৫ বৎসরের চাকুরী সমাপনের পর মেধাবী কৃষি ডিপ্লোমা/বি, টেক (কৃষি প্রযুক্তি) কারিগরদেরকে একটি বিশেষ কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ৩ বৎসর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত বি. এস. সি (কৃষি, সম্মান) কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণে প্রেরণ করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন ও একই সাথে পেশাগত মানোন্নয়নের সাথে সাথে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

সার্বজনিন শিক্ষা ব্যবস্থা

আবদুল লতিফ মাসুম

আমরা সবাই জানি, আমাদের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ নিরক্ষর। মাত্র ৩০% শিক্ষিত। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে শিক্ষার হার বেড়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষিতের হার ছিল ২৩%। এতে আমাদের উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। আমাদের 'কোয়ানটিটি' বেড়েছে আর 'কোয়ালিটি' নীচে নেমেছে নিদারুণভাবে। এসব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমাদের এই মুহূর্তের ভাবনা কি করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা যায়। শিক্ষা বলতে আমি কথিত মৌলিক শিক্ষাকেই বোঝাতে চাই। 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান' 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' 'বয়স্কশিক্ষা' 'গণশিক্ষা'— ইত্যাদি শব্দগুলো অতীতের মত আজও আমরা শুনছি। কার্যতঃ এ সবগুলো শব্দ বিপ্লব ছাড়া অন্যকিছু নয়। কিছু ব্যক্তি প্রকল্প তৈরী করে। কিছু তথাকথিত সেবা প্রতিষ্ঠান নাম নেহাত কাজ দেখায়। অবশেষে সাইনবোর্ড খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকল্পের টাকারও হিসেব মেলে না। আমার ধারণামতে এ পর্যন্ত সত্যিকার আন্তরিকতার সাথে একটা ব্যাপক কর্মসূচী এবং সুদৃঢ় সদিচ্ছা নিয়ে কেউই এগিয়ে আসেনি। কেবলমাত্র জিয়ার আমলে সামান্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।

জিয়া শেষ, প্রচেষ্টাও শেষ। রাজনীতিবিদ ও ছাত্র নেতারা গলাবাজিই করেন। কাজ করেন না। কেবলমাত্র ছাত্ররা যদি দায়িত্ব নেয় মাত্র দু'বছরে এ জাতিকে আলো দেখাতে পারে। সরকারী তত্ত্বাবধানে 'স্টুডেন্টস ব্রিগেডে' ছাত্ররা কাজ করছে। তাদের এ ধরনের ব্রিগেড করে দীর্ঘ অবকাশকালীন সময়ে গ্রামে পাঠালে ভাল সুফল পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে দেশের সব ধরনের স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলো প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে। সারা দেশে সরকারী হিসেব মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪০২৮টি। সরকার পরিচালিত ৩৬৬৮৫টি। বেসরকারী ৭৩৪৩টি। এই পরিসংখ্যান '৮৩ সালের। সর্বশেষ পরিসংখ্যান মোতাবেক বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১১ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সরকার বিপুল অঙ্কের টাকা সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে খরচ করছেন। যার আউটকাম খুবই সামান্য। আর এইসব প্রকল্পগুলোতে বয়স্কদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ শিশু শিক্ষার বেলায় এইসব কর্তৃপক্ষের তেমন নজর নেই। গাছের গোড়া কেটে ডগায় পানি দেয়া যেমন নিরর্থক তেমনি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে সহায়তা না দিয়ে অন্যত্র টাকা খরচ অর্থহীন। এটা শুনতেও বিস্ময় [illegible] এই বিপুল সংখ্যক বেসরকারী স্কুল সরকারী [illegible]

ভিত্তি করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত। তা না করার ফলেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে অনিয়ম ও বাণিজ্যিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যমান ১৪টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৮টির মানোন্নয়ন করে জুনিয়র কৃষি মহাবিদ্যালয়, সিলেটের বন ইনস্টিটিউটকে জুনিয়র বনবিদ্যা মহাবিদ্যালয়, পশুপালন পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট পশু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহকে মানোন্নয়ন করে জুনিয়র পশু চিকিৎসা প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় এবং কতিপয় মৎস্যবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে মানোন্নয়ন করে জুনিয়র মৎস্যবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় করা দরকার এবং এ সকল জুনিয়র মহাবিদ্যালয়সমূহকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত কৃষি-কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে হস্তান্তর করা দরকার। অবশিষ্ট ৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কয়েকটি পশুপালন ইনস্টিটিউট, মৎস্যবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে পেশা-ভিত্তিক চাকুরীকালীন/মানোন্নয়ন কোর্স পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার অধীনে রাখা যেতে পারে।

এটা স্বীকৃত সত্য যে, আমাদের সমাজে কারিগরি শিক্ষার যে কোন শাখার ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতির অভাবের জন্য সাধারণতঃ পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাদেরকে ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ভর্তি করাতে আগ্রহবোধ করেন না। এই সমস্যা নিরসনের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ থেকে ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেট-এর পরিবর্তে বি, টেক (প্রকৌশল), বি, টেক (কৃষি প্রযুক্তি), বি, টেক (বন প্রযুক্তি), বি, টেক (উদ্যান প্রযুক্তি), বি, টেক (বস্ত্র প্রযুক্তি), বি, টেক (পশুচিকিৎসা), বি, টেক (চিকিৎসা), বি, টেক (চর্ম প্রযুক্তি), বি, টেক (খাদ্য প্রযুক্তি), বি, টেক (নার্সিং প্রযুক্তি) প্রভৃতি ডিগ্রী প্রদান করবে। এ ধরনের ডিগ্রী জুনিয়র পেশাদার কারিগরদেরকে অন্ততপক্ষে বি, এস, সি, (পাস) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমানুপাতিক সামাজিক মর্যাদা প্রদান করবেন, কিন্তু তারা সাধারণ বিজ্ঞান স্নাতকদের চেয়ে বেশী বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এ ধরনের ব্যবস্থা ২ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা/বি, টেক (কৃষি) সার্টিফিকেটধারীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার দ্বারও উন্মুক্ত রাখবে। উল্লেখ্য যে, নূর খান শিক্ষা কমিশন কারিগরি শিক্ষার সকল শাখায় বি, টেক (স্নাতক-প্রযুক্তি) প্রচলনের সুপারিশ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরবর্তী ২ বৎসর মেয়াদী [illegible] স্নাতক (বনবিদ্যা) এবং ৪ বৎসর মেয়াদী [illegible] বনবিদ্যা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী [illegible]

উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাদের চাকুরীর সময়কাল কমপক্ষে ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমা কোর্সের সময়সীমা হবে ২ বছর।

এস, এস, সি, আই,এ/এইচ, এস, সি, (কলা/বাণিজ্য/ইসলামী শিক্ষা প্রভৃতি) সার্টিফিকেটধারীগণ কমপক্ষে ৭ বছর চাকুরী করার পর ২ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। ডিপ্লোমা অর্জনের পর তারা প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারীদের ন্যায় জাতীয় বেতনক্রম ১০০০-৭০-১৬৫০-ইবি-৯০-২২৮০/= ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং পদমর্যাদা পাবেন।

উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন হবে মেধা/প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। এই কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ন্ত্রণ করবেন প্রস্তাবিত কৃষি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা বর্তমানে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। বর্তমানে বিদ্যমান কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের মধ্য থেকে ৩-৪টিকে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমা কোর্সে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পর্যায়ের কোন মৌল বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেবলমাত্র কৃষি বিষয়ক বিষয়সমূহ যথা কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, শস্য সংরক্ষণ, কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব, পশুপালন, পশুস্বাস্থ্য, মৎস্য বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হলেই চলবে। প্রস্তাবিত এই কৃষি ডিপ্লোমা উত্তীর্ণদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি বিজ্ঞান/বিজ্ঞান) বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন কেবলমাত্র তাদের মধ্য থেকে সীমিত সংখ্যক প্রার্থীকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারীদের ন্যায় ৩ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কৃষি স্নাতক কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া যাবে।

সকল পর্যায়ের ডিপ্লোমা শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান পরবর্তী ২ বছর মেয়াদী কোর্স প্রবর্তন করে ডিপ্লোমাধারীদের সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ প্রদান ও [illegible] ডিগ্রী কোর্সসহ চালু করা [illegible] দেশের সার্বিক [illegible]